Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 19-09-2026 22:10 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। শনিবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৮৮ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

অন্তরের সৌন্দর্যই আসল', নিন্দুকদের সপাটে কষালেন ক্যাটরিনা

রাধাষ্টমীতে রাধারানির আরাধনা মুখ্যমন্ত্রীর, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে করলেন সন্ধ্যারতি

থাইল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ! মুসলিম রাষ্ট্র চেয়ে ভয়াবহ লড়াইয়ের পথে জঙ্গি সংগঠন

ভূমিধস ও হড়পা বানে বিপর্যস্ত, এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভুটানের মাটি

প্রতিরক্ষায় 'আত্মনির্ভর' ভারত, এবার দেশের মাটিতেই তৈরি হবে সুখোই যুদ্ধবিমান

প্রতীক-জটে হুমায়ুন-নওশাদ

বাঁশি-খাম গেল,হাতে টেবিল-আলমারি

নয়া জামানাঃ তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার জেরে নির্বাচন কমিশনের প্রতীক ভাগ-বাঁটোয়ারায় বড়সড় ধাক্কা খেলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি এবং হুমায়ুন কবীর। ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ) হাতে থাকা খাম প্রতীক কেড়ে নিয়ে তা তুলে দেওয়া হয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন দল গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস-কে। বদলে নওশাদদের হাতে এসেছে আলমারি। অন্য দিকে, হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির (এজেইউপি) বাঁশি প্রতীক চলে গিয়েছে তামিলনাড়ুর শাসকদল, দক্ষিণী তারকা থলপতি বিজয়ের টিভিকে-র দখলে। বিনিময়ে হুমায়ুনকে দেওয়া হয়েছে টেবিল।আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন।প্রচারের একেবারে শেষ মুহূর্তে এমন প্রতীক-বদলে বিপাকে পড়েছেন দুই নেতা। ছাব্বিশের ভোটের আগে বাঁশি প্রতীক নিয়ে লড়াইয়ে নামার প্রস্তুতি নিলেও, তা শেষরক্ষা হবে কি না, তা নিয়ে আগে থেকেই সংশয়ে ছিলেন হুমায়ুন। শনিবার সেই আশঙ্কাই সত্যি হল।এ দিকে, খাম ধরে রাখতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হলেন নওশাদ।

চলতি বছরের মার্চেই নিয়ম মেনে কমিশনে প্রতীকটি নথিভুক্ত করিয়েছিল আইএসএফ। কিন্তু শুক্রবার কমিশন সেই খাম ঋতব্রতর দলকে বরাদ্দ করতেই ক্ষুব্ধ নওশাদ নথিপত্র হাতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন। তবে শনিবার সব আপত্তি খারিজ করে কমিশন জানিয়ে দেয়, খাম থাকছে একমাত্র ঋতব্রতর দলেরই হাতে।ভোটের একেবারে মুখে চেনা প্রতীক বদলে যাওয়ায় নতুন প্রতীক নিয়ে ভোটারদের কাছে পৌঁছানো কতটা সহজ হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দুই দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

যা করেছি অভিষেকের নির্দেশেই, জমি কেলেঙ্কারি মামলায় স্বীকারোক্তি সুমিতের

নয়া জামানা শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় নাম জড়াল তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।সিআইডি হেফাজতে থাকা তাঁর আপ্তসহায়ক সুমিত রায় দীর্ঘ জেরায় ভেঙে পড়ে গোপন জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন বলে সূত্রের খবর, যা কিছু করা হয়েছে তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই। ফলে এই মামলায় এখন সিআইডির নজরে খোদ তৃণমূল সাংসদ, এবং শীঘ্রই তাঁকে জেরার মুখে পড়তে হতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে।কয়েকদিন আগে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন থেকে সুমিত রায়কে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। অভিযোগ, শালবনি এলাকায় সরকারি খাস জমি ভুয়ো নথি তৈরি করে বিক্রি করে দেওয়া হতো, যার নেপথ্যে ছিল কোটি কোটি টাকার লেনদেন। এই মামলায় প্রথমে গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা। তাঁকে জেরা করেই তদন্তকারীরা সুমিত রায়ের সন্ধান পান। চার্জশিটে বলা হয়েছে, কেলেঙ্কারির টাকা সুজয়ের মাধ্যমে সুমিতের অফিসে পৌঁছত। অভিষেকের দুই দেহরক্ষীর বয়ান এবং সুজয়ের গাড়িচালকের জিজ্ঞাসাবাদ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার।জানা গিয়েছে, বিএনএসএস আইনের ১৮০ ধারায় সিআইডির কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন সুমিত রায়।

ফসল বিমায় কৃষক নথি ভুক্তিতে দেশে দ্বিতীয় বাংলা

আওতায় ৩২ লক্ষ কৃষক

নয়া জামানা ঃ প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় কৃষকদের নথিভুক্তকরণে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল বঙ্গ। ৩২ লক্ষ কৃষককে এই বিমার আওতায় আনা হয়েছে। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে কৃষকদের প্রিমিয়ামের সিংহভাগ রাজ্য সরকার নিজের বাজেট থেকেই বহন করছে। পাশাপাশি আগস্ট মাসের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ পৌঁছে দিতে বিমা সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে মূল্যায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে পোস্ট করে এ কথা নিজে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। বন্যাপীড়িত জেলাগুলিতেও কৃষকদের নাম উল্লেখযোগ্যভাবে নথিভুক্ত হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ৭.২৩ লক্ষ কৃষক। পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪.৭৩ লক্ষ কৃষক। হুগলিতে ১.৬৮ লক্ষ কৃষক। ঝাড়গ্রামে ৪২ হাজার কৃষক। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। বন্যাদুর্গত এলাকার কৃষকদের সুবিধার্থে আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও জানিয়েছেন, এ ছাড়া কৃষকদের খরচের বোঝা কমাতে প্রদেয় প্রিমিয়ামের সিংহভাগ রাজ্য সরকার নিজের বাজেট থেকেই বহন করছে। ১ হেক্টর (২.৫০ একর) পর্যন্ত জমির জন্য কৃষকদের দিতে হচ্ছে মাত্র ১ টাকার প্রতীকী অর্থ। ১ থেকে ২ হেক্টর জমির মালিক কৃষকদের দিতে হচ্ছে একর প্রতি ১০০ টাকা। অবশিষ্ট প্রিমিয়ামের অর্থ রাজ্য সরকার প্রদান করছে। অন্যদিকে, আগস্ট মাসের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ পৌঁছে দিতে বিমা সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে মিড-সিজন অ্যাডভার্সিটি মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা কৃষকদের নথিভুক্ত করার শেষ সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই কঠিন পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোই সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। ২০১৯-২০ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রকল্পে কৃষকদের নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা দীর্ঘদিন ন্যায্য সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষকদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পুনরায় এই শস্যবিমা সুবিধা চালু করেছে।

১২৫ দিনের কাজে জোর

জেলায় জেলায় টাকা পাঠাল পঞ্চায়েত দপ্তর

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানারাজ্যে ১২৫ দিনের কাজ প্রকল্প রূপায়ণে গতি আনতে প্রশাসনিক খরচ বাবদ বরাদ্দ টাকা জেলায় জেলায় পাঠাতে শুরু করল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। চলতি অর্থবর্ষে এই খাতে ৪২৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বেশি পেতে চলেছে রাজ্যের ৩,৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে বুধবার ২৫ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশের মতে, এর জেরে প্রকল্প রূপায়ণের কাজে বাড়তি গতি আসবে।গত ১ জুলাই থেকে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও চালু হয়েছে ১২৫ দিনের কাজ বা বিজি রামজি প্রকল্প। বর্তমানে রাজ্যে প্রতিদিন প্রায় ৯০ হাজার শ্রম দিবস তৈরি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও দেশের অন্যান্য বহু রাজ্যের তুলনায় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড হোল্ডারদের কাজ দেওয়ার নিরিখে বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের তরফে পাঠানো এই টাকা মাঠপর্যায়ের কাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই আশাবাদী রাজ্য প্রশাসন।সম্প্রতি কেন্দ্রের তরফে ১২৫ দিনের কাজ প্রকল্পের প্রশাসনিক খরচ সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্যকে। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দের ৯ শতাংশ টাকা প্রশাসনিক কাজকর্ম বা প্রকল্প রূপায়ণের খাতে ব্যবহার করা যাবে। অথচ এর আগে মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের

ক্ষেত্রে এই বাবদ মাত্র ৬ শতাংশ টাকা খরচ করার সংস্থান ছিল। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রশাসনিক খাতে মোট বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশ অর্থ খরচ করতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই। সেই হিসেব অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে প্রায় ৪২৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা শুধুমাত্র ১২৫ দিনের কাজ প্রকল্প রূপায়ণ খাতে পাবে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি।এদিন এই অর্থবরাদ্দের অ্যালটমেন্ট লেটার পাঠানো হয়েছে জেলায় জেলায়, আর সেইসঙ্গে মোট ২৫ কোটি টাকাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে মুর্শিদাবাদ, যে জেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

এ ছাড়া পূর্ব মেদিনীপুর পেয়েছে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার বেশি এবং পূর্ব বর্ধমানের ভাগে জুটেছে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।প্রশাসনিক খাতে বরাদ্দ হওয়া এই অর্থ মূলত ব্যবহার হবে ফিল্ড ভিজিট সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ, কম্পিউটার সরঞ্জাম কেনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বেতন-সহ প্রকল্প রূপায়ণের নানা প্রয়োজনীয় কাজে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 19-09-2026 22:10 Page 2

মেঘ পাহাড়ের বাইরে অন্য এক হিমালয়

লিখছেন সুস্মিতা মজুমদার

পাহাড় মানেই শুধু সবুজ উপত্যকা,মেঘে ঢাকা চূড়া কিংবা ঝরনার শব্দ এমন ধারণা লাদাখে পৌঁছনোর পর বদলে যেতে বাধ্য।এখানে পাহাড়ের রং অন্যরকম, আকাশ অন্যরকম, বাতাসের গন্ধও যেন আলাদা। কোথাও ধূসর পাথুরে পাহাড়ের সারি, কোথাও মাটি ছুঁয়ে বয়ে চলা নীল নদী, আবার কোথাও চোখের সামনে বিস্তৃত নীল হ্রদ। তারই সঙ্গে বৌদ্ধ মঠ, প্রার্থনার পতাকা, প্রাচীন সংস্কৃতি এবং রোমাঞ্চকর পাহাড়ি পথ সব মিলিয়ে লাদাখ যেন ভারতের মানচিত্রের মধ্যেই এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পৃথিবী।সিকিম বা দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের সঙ্গে লাদাখের তুলনা করলে সবচেয়ে আগে যে পার্থক্য চোখে পড়ে,তা হল প্রকৃতির রূপ।পূর্ব হিমালয়ের সবুজ পাহাড়ের বদলে লাদাখে দেখা যায় শুষ্ক, রুক্ষ অথচ অপূর্ব সুন্দর পর্বতভূমি। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে বর্ষার প্রভাব তুলনামূলক কম থাকায় লাদাখ ভ্রমণের জন্য সময়টি অনেকের কাছেই আকর্ষণীয়। দিনের আলোয় নীল আকাশ আর দূরের তুষারাবৃত শৃঙ্গ, সন্ধ্যার পর হিমেল ঠান্ডা এই বৈপরীত্যই লাদাখ ভ্রমণের অন্যতম বিশেষত্ব।

লে-লাদাখের দরজা

লাদাখ ভ্রমণের শুরু সাধারণত লে শহর থেকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১১,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই শহরকে প্রথম দেখায় শান্ত মনে হলেও এর চারপাশে রয়েছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। তবে লে পৌঁছেই ঘোরাঘুরি শুরু করা উচিত নয়। এত উচ্চতায় শরীরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অন্তত প্রথম দিনটি বিশ্রামে কাটানো জরুরি।লে শহরের অন্যতম আকর্ষণ শানতি স্তূপ। পাহাড়ের মাথায় সাদা রঙের এই স্তূপ থেকে লে শহর এবং আশপাশের পর্বতশ্রেণির অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। সূর্যাস্তের সময় এখানকার পরিবেশ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। কাছেই রয়েছে লে প্যালেস;পুরনো লাদাখি স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। শহরের বাজারে হাঁটতে হাঁটতে স্থানীয় খাবার, পোশাক, হস্তশিল্প এবং নানা ধরনের স্মারক সামগ্রীও সংগ্রহ করা যায়।তবে লে-র আসল সৌন্দর্য শহরের বাইরে। পরবর্তী কয়েক দিনে শুরু হবে সেই বহু প্রতীক্ষিত পাহাড়ি যাত্রা।

নুব্রা উপত্যকা-পাহাড়ের বুকের মরুভূমি

লে থেকে নুব্রার পথ লাদাখ ভ্রমণের অন্যতম রোমাঞ্চকর অংশ। এই পথে রয়েছে খারদুংলা। একসময় বিশ্বের অন্যতম উচ্চ মোটরযোগ্য গিরিপথ হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলেও এর উচ্চতা নিয়ে বিভিন্ন সরকারি ও পর্যটন-তথ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তাই সংখ্যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এটি লাদাখের অন্যতম পরিচিত উচ্চ গিরিপথ এবং এখানকার আবহাওয়া দ্রুত বদলে যেতে পারে।খারদুংলা পেরিয়ে দৃশ্যপট ধীরে ধীরে বদলে

যায়। সামনে খুলে যায় নুব্রা উপত্যকা। শুষ্ক পাহাড়ের মাঝখানে সবুজের রেখা, নদী এবং বিস্তৃত বালুময় এলাকা নুব্রার বৈশিষ্ট্য এখানেই।হুন্দর নুব্রার অন্যতম জনপ্রিয় এলাকা। এখানকার বালিয়াড়িতে দেখা যায় দ্বিকুঁজওয়ালা ব্যাকট্রিয়ান উট। মরুভূমির মতো পরিবেশের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল পাহাড় এবং নীল আকাশ দৃশ্যটি যে কোনও পর্যটকের ক্যামেরায় ধরা পড়বেই।নুব্রায় শুধু প্রকৃতি নয়, সংস্কৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। ডিসকিট মঠ থেকে উপত্যকার বিস্তীর্ণ অংশ দেখা যায়। মঠের বিশাল বুদ্ধমূর্তিও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। সকাল বা বিকেলের নরম আলোয় এখানকার পাহাড়ের রং আরও বদলে যায়।

প্যাংগং-নীলের অন্য নাম

লাদাখ ভ্রমণের সঙ্গে প্যাংগং লেকের নাম প্রায় অবিচ্ছেদ্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই বিশাল হ্রদের সৌন্দর্য কোনও ছবিতে পুরোপুরি বোঝানো সম্ভব নয়। নীল আকাশের নিচে নীল জলের বিস্তার, চারদিকে বাদামি-ধূসর পাহাড় প্রকৃতির রঙের এমন বৈপরীত্যই প্যাংগংকে আলাদা করে তোলে।সূর্যের অবস্থান বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের জলের রংও বদলে যেতে দেখা যায়। কখনও গাঢ় নীল, কখনও হালকা নীল, আবার কখনও সবুজাভ আভা। হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকালে মনে হয়, সভ্যতার কোলাহল যেন বহু দূরে চলে গেছে।তবে প্যাংগংয়ের সৌন্দর্যের পাশাপাশি এখানকার উচ্চতা এবং আবহাওয়াকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে রাতের তাপমাত্রা বেশ কমে যেতে পারে।তাই পর্যাপ্ত উষ্ণ পোশাক,পানীয় জল এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ওষুধ সঙ্গে রাখা উচিত।

মঠের দেশে অন্যরকম সকাল

লাদাখ শুধু পাহাড় আর হ্রদের স্থান নয়, এটি বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। থিকসে, হেমিস, শে, স্পিতুক একাধিক মঠ লাদাখের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।থিকসে মঠকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে পাহাড়ের গায়ে সাদা রঙের ছোট ছোট ঘর সাজানো হয়েছে। সকালে প্রার্থনার সময় মঠের পরিবেশে এক ধরনের নীরবতা ও আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি হয়। পর্যটক হিসেবে সেই পরিবেশকে সম্মান করা এবং স্থানীয় নিয়ম মেনে চলা জরুরি।হেমিস মঠও লাদাখের অন্যতম পরিচিত ধর্মীয় কেন্দ্র। মঠের স্থাপত্য, প্রাচীন শিল্পকর্ম এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। পাহাড়ের সৌন্দর্যের সঙ্গে এই সংস্কৃতির যোগ লাদাখ ভ্রমণকে নিছক পর্যটন থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে।

সেপ্টেম্বর কেন আকর্ষণীয়?

লাদাখের পর্যটন মরশুমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হল গ্রীষ্ম থেকে শরতের শুরু পর্যন্ত। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ষার প্রভাব ভারতের অন্যান্য অনেক পাহাড়ি অঞ্চলের তুলনায় কম থাকায় রাস্তা ও আকাশের পরিস্থিতি অনেক সময় ভ্রমণের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।এই সময় দিনের বেলা রোদ থাকলেও বাতাসে শীতের আমেজ শুরু হয়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরের পাহাড়ের দৃশ্য অসাধারণ লাগে। ফটোগ্রাফির জন্যও এই সময়টি আকর্ষণীয়।

তবে 'সেপ্টেম্বর মানেই সবসময় পরিষ্কার আকাশ'এমন নিশ্চয়তা নেই।পাহাড়ি আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে।বিশেষ করে উচ্চ গিরিপথে তুষারপাত, বৃষ্টি বা রাস্তার সাময়িক সমস্যার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই রওনা হওয়ার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং স্থানীয় প্রশাসনের রাস্তার পরিস্থিতি অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত।

পাঁচ দিনের লাদাখ-কীভাবে সাজাবেন?

সময় যদি মাত্র পাঁচ দিন হয়, তাহলে খুব বেশি জায়গা একসঙ্গে ঢোকানোর চেষ্টা না করাই ভালো। কলকাতা থেকে লাদাখে যাওয়া-আসার সময় এবং উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।প্রথম দিন কলকাতা থেকে বিমানপথে লে পৌঁছে বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় দিন লে শহর ও আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখা যায়। তৃতীয় দিন লে থেকে খারদুংলা হয়ে নুব্রা উপত্যকা। চতুর্থ দিন নুব্রা থেকে প্যাংগং। পঞ্চম দিন প্যাংগং থেকে লে ফিরে বিমান ধরে কলকাতার পথে রওনা হওয়া যায়।তবে এই সূচি যথেষ্ট ব্যস্ত। প্রথমবার লাদাখ গেলে আরও নিরাপদ পরিকল্পনা হল অন্তত এক দিন অতিরিক্ত রাখা। কারণ উচ্চতার কারণে কারও কারও মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, দুর্বলতা বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হতে পারে।

খরচ কত?

কলকাতা থেকে লাদাখের পাঁচ দিনের সফরের খরচ নির্ভর করবে বিমানের ভাড়া, হোটেলের মান, গাড়ির ধরন এবং কতজন একসঙ্গে যাচ্ছেন তার ওপর।দুজনের জন্য মাঝারি মানের হোটেল ধরলে প্রতি রাতে আনুমানিক ২,৫০০ থেকে ৫,০০০ টাকা বা তার বেশি লাগতে পারে। লে-নুব্রা-প্যাংগং রুটে গাড়ির খরচও গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ করে গাড়ি নিলে খরচ কমতে পারে। খাবার, পারমিট, স্থানীয় দর্শনীয় স্থান এবং অন্যান্য খরচ যোগ হবে।কলকাতা থেকে বিমানভাড়া সবচেয়ে বড় পরিবর্তনশীল খরচ। তাই যাত্রার তারিখ কয়েক সপ্তাহ আগে নির্দিষ্ট করে টিকিট কাটলে বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখার সম্ভাবনা থাকে। পাঁচ দিনের জন্য দুজনের মোট বাজেট আনুমানিক ৫৫ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা ধরে প্রাথমিক পরিকল্পনা করা যেতে পারে, বিমানভাড়া ও গাড়ির ভাড়ার পরিবর্তনের কারণে প্রকৃত খরচ কম-বেশি হতে পারে।

কী কী সঙ্গে নেবেন?

লাদাখে সেপ্টেম্বরের শেষভাগে দিনের রোদ এবং রাতের ঠান্ডার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে।তাই স্তর করে পরার মতো পোশাক সবচেয়ে সুবিধাজনক। উষ্ণ জ্যাকেট, থার্মাল পোশাক, গ্লাভস, টুপি, ভালো জুতো এবং সানগ্লাস রাখা উচিত।উচ্চতার কারণে শরীরে পানিশূন্যতা হতে পারে। তাই নিয়মিত জল পান করা জরুরি। প্রথম এক-দুই দিন অতিরিক্ত দৌড়ঝাঁপ, অ্যালকোহল বা শরীরকে চাপ দেয় এমন কাজ এড়িয়ে চলাই ভালো।যাঁদের আগে থেকেই কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাঁরা যাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে ভালো।

লাদাখ কেন আলাদা?

লাদাখের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কোনও একটি জায়গা নয়। আসল আকর্ষণ হল যাত্রাপথ। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর উপত্যকা, কোথাও নদী পাহাড় কেটে এগিয়ে চলেছে কোথাও আবার কয়েক কিলোমিটার জুড়ে শুধু পাথুরে প্রান্তর। তারপর হঠাৎ একটি ছোট্ট গ্রাম, মঠের ছাদে উড়ছে প্রার্থনার পতাকা আর দূরে তুষারঢাকা শৃঙ্গ।

এই বৈপরীত্যই লাদাখকে অন্যরকম করে তোলে।

সিকিমের সবুজ, দার্জিলিংয়ের মেঘ কিংবা ডুয়ার্সের জঙ্গলের সঙ্গে লাদাখের কোনও মিল নেই। কিন্তু পাহাড়প্রেমী মানুষের কাছে সেই অমিলটাই এর সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য। এখানে প্রকৃতি কোমল নয়, বরং কঠিন,কিন্তু সেই কঠিন প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে এক গভীর সৌন্দর্য।সেপ্টেম্বরের শেষভাগ তাই লাদাখ দেখার জন্য আকর্ষণীয় একটি সময় হতে পারে। তবে পাঁচ দিনের সফরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অতিরিক্ত জায়গা দেখার লোভ না করে শরীর, আবহাওয়া এবং রাস্তার পরিস্থিতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।লে থেকে নুব্রা, খারদুংলা পেরিয়ে প্যাংগংয়ের নীল জলের সামনে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা একবার হলে সেই ভ্রমণ অনেকদিন মনে থেকে যায়। লাদাখে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো মনে হবে, পাহাড় শুধু সবুজ হয় না। কখনও পাহাড় ধূসর, কখনও সোনালি, কখনও তুষারের মতো সাদা আর কখনও সেই পাহাড়ের বুকেই লুকিয়ে থাকে এমন এক নীল আকাশ যার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 19-09-2026 22:10 Page 3

এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে গিয়েছে তৃণমূলের রোজগার মেলায় তোপ সুকান্তের

নয়া জামানাঃ কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত রোজগার মেলায় যোগ দিয়ে মমতাপন্থী তৃণমূল শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। এই মেলা থেকে সারাদেশে ৫১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়, কলকাতার অনুষ্ঠানেও বহু চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান চত্বরেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক ইস্যুতে মুখ খোলেন তিনি।নন্দীগ্রামের পর রেজিনগর উপনির্বাচনেও শাসকদলের প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে সুকান্তবাবু বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের এখন এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে গেছে। রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন তাঁকে ও দলীয় কর্মীদের সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল বলে দাবি করে তিনি বলেন, আমরা তো তৃণমূলের পার্টি অফিস সব ভেঙে দিতে পারতাম, যেরকম উনি করেছিলেন, কিন্তু আমরা সেই সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না। একুশের বিধানসভা ভোটের পর ভবানীপুরে বিজেপির পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি।তৃণমূলের প্রতীক জোড়াফুল ফ্রিজ করার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে সুকান্তবাবু বলেন, একই প্রতীকের দাবিদার দুই পক্ষ থাকায় কমিশন যথাযথ সিদ্ধান্তই নিয়েছে। দুই কেন্দ্রেই বিজেপি জয়ী হবে বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। শনিবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। এর আগে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন।এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করতে নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। মিলন প্রধানের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু বলেন, একাধিক মামলা থাকায় গ্রেপ্তার হয়েছেন, আদালতই বিষয়টি দেখবে। রাহুল গান্ধী প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, কংগ্রেস কর্মীদের উপর অত্যাচারের সময় নীরব থাকলেও এখন সরব হয়েছেন তিনি।

কলকাতা-হাওড়ায় ট্রাইব্যুনালে জমে বিপুল মামলা দুর্গাপুজোর পরই পুরভোট নিয়ে বাড়ছে জট

নয়া জামানাঃ কলকাতা পুরসভা এলাকা এবং হাওড়া মিলিয়ে অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৬০। অথচ এই বিপুল সংখ্যক মামলার মধ্যে এখনও পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৪৮৫টি। সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত মামলায় হলফনামা দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে দুর্গাপুজোর পরপরই কলকাতা এবং হাওড়ায় পুরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, ওই দুই পুর এলাকার সমস্ত ভোটার আদৌ ভোট দিতে পারবেন কি না। ঠিক এই আবহেই সুপ্রিম কোর্টে প্রকাশ পেল এই তথ্য। স্বাভাবিকভাবেই, মাত্র দু'মাসের মধ্যে এত বিপুল সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।নির্বাচন কমিশনের দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট দায়ের হওয়া আবেদনের সংখ্যা ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার ৬৮৩। এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ২ হাজার ২৩১টি আবেদন। শতাংশের হিসেবে যা মাত্র ২.৬৮ শতাংশ। কমিশন জেলাওয়াড়ি মোট আবেদন, নিষ্পত্তি হওয়া এবং বিচারাধীন আবেদনের পূর্ণাঙ্গ তালিকাও হলফনামায় জমা দিয়েছে। তবে নাম সংযুক্তি বা নাম বাদ দেওয়ার জন্য পৃথকভাবে কত আবেদন জমা পড়েছে, সেই বিস্তারিত হিসাব আলাদাভাবে উল্লেখ করেনি কমিশন। গত ১১ অগস্ট প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল, ট্রাইব্যুনালে কত মামলা বিচারাধীন রয়েছে, কতগুলির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং কী ধরনের আবেদন জমা পড়েছে এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ-সহ রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এমনকী নিষ্পত্তি হওয়া আবেদনগুলির প্রেক্ষিতে ভোটার তালিকা যথাযথভাবে আপডেট করা হচ্ছে কি না, তাও জানতে চেয়েছিল শীর্ষ আদালত।শুনানিতে আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ আর্জি জানান, কলকাতা ও হাওড়া এলাকার আবেদনগুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত শুনানির ব্যবস্থা করা হোক, যাতে পুরভোটের আগে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের সমস্যার সুরাহা হয়। এই পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ইঙ্গিত দেয়, প্রয়োজনে অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশও দিতে পারে শীর্ষ আদালত, যাতে বিচারাধীন মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়।

দিল্লির ধাঁচে বাংলাতেও নমো ভারত চার করিডরের প্রস্তাব শমীকের

নয়া জামানাঃ দিল্লি-মিরাট রুটে চালু নমো ভারত হাইস্পিড রেলের ধাঁচে এবার পশ্চিমবঙ্গেও দ্রুতগামী পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি চারটি হাইস্পিড করিডরের একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে তা কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের কাছে জমা দিয়েছেন।শমীকবাবুর প্রস্তাবিত চারটি প্রধান রুট-কলকাতা-কল্যাণী-কৃষ্ণনগর-মায়াপুর(১৩৫ কিলোমিটার) এই করিডর মূলত নদিয়া জেলা ও সংলগ্ন এলাকার উন্নয়নে সহায়ক হবে। কলকাতা-বর্ধমান-দুর্গাপুর-আসানসোল(২৩২ কিলোমিটার) শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর ও আসানসোলকে যুক্ত করবে এই রুট। এখানে মেট্রো সংযোগেরও প্রস্তাব রয়েছে। কলকাতা-ফলতা-ডায়মন্ড হারবার-হলদিয়া-নন্দীগ্রাম (১০২ কিলোমিটার) দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরকে সংযুক্ত করবে এই করিডর। পাশাপাশি ময়দান থেকে বজবজ মেট্রোরও সংযুক্তিকরণের ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সাঁতরাগাছি-কোলাঘাট-খড়্গপুর-মেদিনীপুর(১৩৫ কিলোমিটার) পশ্চিম মেদিনীপুর ও হাওড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে এই রুট।শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, কলকাতা বাদে দুর্গাপুর, আসানসোল, খড়গপুর, হলদিয়ার মতো শিল্পশহরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও ততটা উন্নত নয়, যা মূলত ট্রেন ও জাতীয় সড়কনির্ভর। তাঁর দাবি, প্রস্তাবিত চারটি করিডর বাস্তবায়িত হলে যোগাযোগের গতি বাড়বে। যেহেতু রুটগুলি জাতীয় সড়ক ও রেললাইন সংলগ্ন এলাকা দিয়ে যাবে, তাই জমি অধিগ্রহণের খরচও তুলনামূলকভাবে কম হবে বলে মনে করছেন তিনি।প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় এনসিআরটিসি-র আদলে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে ওয়েস্ট বেঙ্গল র‍্যাপিড ট্রানজিট কর্পোরেশন নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য।

রাধাষ্টমী মহোৎসবে গৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যারতিতে মুখ্যমন্ত্রী

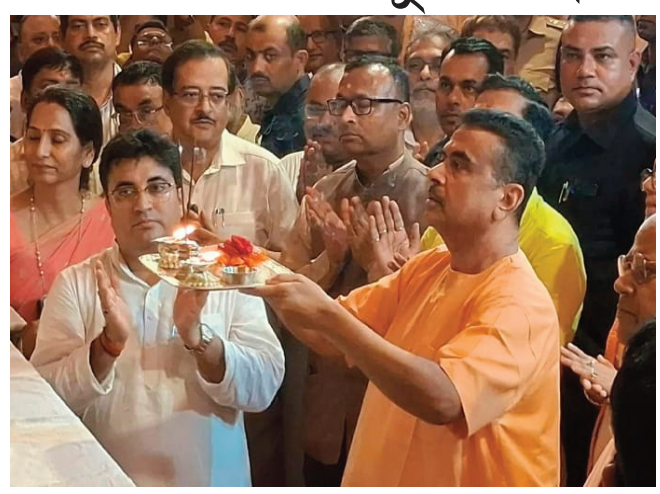

নয়া জামানা,কলকাতাঃ রাধাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঠে পৌঁছে রাধারানীর দর্শন করার পাশাপাশি সন্ধ্যারতিতে অংশ নিয়ে প্রার্থনায় সামিল হন তিনি।গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত রাধাষ্টমী মহোৎসব এ বছর ১০৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। রাধারানীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সকাল থেকেই মঠ প্রাঙ্গণে ভক্তদের সমাগম হয়। হরিনাম সংকীর্তন, ধর্মীয় আলোচনা, পূজা-অর্চনা-সহ নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়।সন্ধ্যায় মঠে পৌঁছে সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে মন্দিরে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে সন্ধ্যারতিতে অংশ নেন। পুষ্প, ধূপ ও প্রদীপের আরতির মাধ্যমে রাধারানীর আরাধনায় সামিল হন তিনি।

সেই সময় মঠ চত্বর হরিনাম সংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে।আরতি শেষে গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এরপর মিশনের সন্ন্যাসী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গৌড়ীয় মঠের আচার্য ও সভাপতি ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ।গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রচার ও প্রসারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 19-09-2026 22:10 Page 4

সম্পাদকীয়

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। শনিবার

কার্বনের দায়ে ভারতই কেন?

জলবায়ু বদলাচ্ছে।বরফ গলছে। সমুদ্র ফুলছে। কখনও ভয়াবহ বন্যা, কখনও দাবদাহ, কখনও অস্বাভাবিক বৃষ্টি প্রকৃতি যেন বারবার সতর্ক করছে মানুষকে।অথচ এই ভয়াবহ সংকটের মধ্যেও বিশ্ব রাজনীতির একটি পুরনো রোগ কাটেনি দায় চাপানোর রাজনীতি।আর সেই রাজনীতির কাঠগড়ায় বারবার দাঁড় করানো হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে।ভারতের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি তাই একেবারেই সরল কার্বন নিঃসরণের দায়ে ভারতকে বারবার কাঠগড়ায় তোলা কতটা ন্যায়সঙ্গত?সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য এই প্রশ্নটিকেই সামনে এনেছে। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর জলবায়ু সংকট কোনও একটি দেশ বা কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের তৈরি সমস্যা নয়।অথচ সমস্যার দায় বণ্টনের সময় উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বৈষম্য রয়েছে সেটিকে অস্বীকার করা হচ্ছে।পরিসংখ্যানও প্রশ্নটি আরও স্পষ্ট করে।ভারতের মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ এখনও উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম।২০২৩ সালের হিসাবে ভারতের মাথাপিছু নিঃসরণ ছিল প্রায় ২.০৭ টন।একই সময়ে চিনে তা প্রায় ৯.২৪ টন এবং আমেরিকায় ১৩.৮৩ টন। অর্থাৎ জনসংখ্যার বিশাল আকারের কারণে ভারতের মোট নিঃসরণ বেশি হলেও একজন ভারতীয় নাগরিকের মাথাপিছু নিঃসরণকে আমেরিকা বা অন্যান্য উচ্চ-নিঃসরণকারী দেশের সঙ্গে একই পাল্লায় মাপা যায় না।এই পার্থক্যটাই জলবায়ু ন্যায়ের মূল কথা।ভারত এখনও উন্নয়নশীল দেশ।কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছনো,শিল্প বাড়ানো, কর্মসংস্থান তৈরি করা সবই দেশের প্রয়োজন।ফলে উন্নয়নের দরজা বন্ধ করে শুধুমাত্র কার্বন কমানোর নির্দেশ কোনও বাস্তু স্তবসম্মত সমাধান হতে পারে না। পরিবেশ রক্ষা অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তার সঙ্গে উন্নয়নের অধিকারকেও স্বীকার করতে হবে।তবে ভারতের নিজের দায়িত্বও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি এবং বিপুল জনসংখ্যার দেশ হিসেবে ভারতের মোট নিঃসরণ কমানোর দায়িত্ব রয়েছে।সেই জায়গায় গত কয়েক বছরে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, সবুজ হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য অ-জীবাশ্ম শক্তির প্রসারে ভারতের পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি ভারতের বিদ্যুৎ-ক্ষমতার অর্ধেকেরও বেশি অ-জীবাশ্ম উৎস থেকে আসছিল ২০৩০ সালের লক্ষ্যের আগে অর্জিত এই মাইলফলক ভারতের শক্তি-পরিবর্তনের দিকটি স্পষ্ট করে।প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্য পূরণেও ভারত সময়ের আগেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে।২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ-ক্ষমতার ৫০ শতাংশ অ-জীবাশ্ম উৎস থেকে আনার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে ভারত।অর্থাৎ কথার পাশাপাশি বাস্তু স্তব নীতিতেও পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে।কিন্তু এখানেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির বড় প্রশ্নটি উঠে আসে দায় যদি সবার তবে দায়িত্বের হিসাবও কি সবার জন্য একই হবে ?যে দেশগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিল্পায়নের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কার্বন বায়ুমণ্ডলে জমা করেছে তাদের ঐতিহাসিক দায় কি উপেক্ষা করা যায় ?উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যদি আজ পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির পথে হাঁটতে বলা হয় তবে সেই প্রযুক্তি কি সবার কাছে সহজলভ্য করা হবে? জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সামলাতে যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন তার কতটা পৌঁছবে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে?শুধু বক্তৃতায় 'সবুজ পৃথিবী' তৈরি হয় না। দরকার অর্থ, প্রযুক্তি, সহযোগিতা এবং ন্যায্য দায়বণ্টন।ভারতের বক্তব্য তাই কেবল নিজের পক্ষে সাফাই নয় এর মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি প্রশ্ন।

BRIC থেকে BRICS

ইতিহাসের পথ বেয়ে দিল্লির ১৮-তম সম্মেলনে ভারত

কৌশিক সেন
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আসানসোল

দ্বিতীয় পর্ব

২৬-২৭ মার্চ ২০১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ব্রিকস এর পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূল ভাবনা ছিল- ব্রিকস অ্যান্ড আফ্রিকা পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট, ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। অর্থাৎ, উন্নয়ন আঞ্চলিক সংহতি ও শিল্পায়নের জন্য ব্রিকস ও আফ্রিকার অংশীদারিত্ব। ২০১৩ সালের বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল--- ১. আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ব্রিকস দেশগুলির সঙ্গে আফ্রিকার সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে আলোচনা। ২. নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিষ্ঠকে কার্যকর করার জন্য স্বীকৃতি দেওয়া। ৩. আফ্রিকা শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন তথা সেই দেশের রাস্তা, বিদ্যুৎ, বন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ৪. বাণিজ্য বিনিয়োগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। ৫. সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবিলায় যৌথ অবস্থান।

১৫ জুলাই ২০১৪ সালে ব্রাজিলের ফোর্তালেজা শহরে ব্রিকস এর ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনের মূল থিম ছিল-- ইনক্লুসিভ গ্রোথ সাসটেইনেবল সলিউশনস। অর্থাৎ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি টেকসই সমাধান। এই সম্মেলনের একটি বিশেষ দিক হল যে ২০১৩ সালের ডারবান সম্মেলনে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও কনটিনজেন্ট রিজার্ভ অ্যারেঞ্জমেন্ট গঠনের বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপ অর্থাৎ প্রধান পদক্ষেপ নেওয়া হয় ২০১৪ সালের ফোর্তালেজা সম্মেলনে। ২০১৪ সালের ফোর্তালেজা সম্মেলনে ব্রিকস-এর সদস্য ভুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তবে ভারতের দিক থেকে যদি আলোচনা করা হয় তবে এই সম্মেলনে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম ব্রিকস সম্মেলন। এই সম্মেলনে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল--- ১. ভারত নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সমর্থন করে এন.ডি.বি এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দায়িত্ব ভারতের হাতে অর্পণ করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যাংক পরিচালনায় ভারতের নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি হয়। ২. ভারত ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রযুক্তি ও শিল্পের প্রসার মত দেয়। ৩. ভারত ডব্লিউ.টি.ও-তে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি তুলে ধরেন। ৪. রাষ্ট্রসংঘ আই.এম.এফ ও বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও প্রতিনিধিত্ব গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৪ সালের বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল--- ১. নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমোদিত মূলধন নির্ধারিত হয় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২. কনটিনজেন্ট রিজার্ভ অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্মেলনে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার গঠনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩. আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা সংস্কার। ৪. ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি।

৮-৯ জুলাই ২০১৫ রাশিয়া, উফা শহরের সপ্তম ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল--- ব্রিকস পার্টনারশিপ এ পাওয়ারফুল ফ্যাক্টর অফ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট। অর্থাৎ, বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্রিকস অংশীদারিত্ব একটি শক্তিশালী শক্তি। ২০১৫ সালের বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয়--- ১. ২০১৫ সালের সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত ছিল ব্রিকস ইকোনমিক পার্টনারশিপ স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ। এর মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়।

২. ২০১৪ সালের ফোর্তালেজা সম্মেলনে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল ২০১৫ সালের উফা সম্মেলনে সেই ব্যাংককে কার্যকর করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ৩. ২০১৫ সালের বৈঠকে কনটিনজেন্ট রিজার্ভ অ্যারেঞ্জমেন্ট (সি.আর.এ)-এর বাস্তু স্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হয়। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল কোন সদস্য দেশ বৈদেশিক মুদ্রার সংকট বা আর্থিক অস্থিরতার মুখে পড়লে তাকে জরুরি সহায়তা দেওয়া। ৪. আই.এম.এফ (ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড) ও বিশ্বব্যাংকের সংস্কার। ৫. ডব্লিউ.টি.ও (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ৬. নিজস্ব মুদ্রায় পারস্পরিক বাণিজ্য। ৭. দারিদ্র বৈষম্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ। ৮. ২০১৫ সালের উফা সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয়। ব্রিকস দেশগুলি, সন্ত্রাসবাদের সব রূপের বিরোধিতা করে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা মোকাবিলার কথা বলে।

৯. ২০১৫ সালের রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর পূর্ণ হয়। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। ১০. বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আই.সি.টি সহযোগিতা। ১১. এস.সি.ও (সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন) ও ইএইইউ (ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন এর সঙ্গে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা করে। ১৫-১৬ অক্টোবর ২০১৬ সালে ভারতের গোয়া অষ্টম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ভারত। এই সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল-- বিল্ডিং রেসপনসিভ, ইনক্লুসিভ অ্যান্ড কালেক্টিভ সলিউশনস। অর্থাৎ, দায়িত্বশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্মিলিত সমাধান গড়ে তোলা। ২০১৬ সালের বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল--- ১. ২০১৬ সালের ব্রিকস সম্মেলনে গোয়াতে হয়েছিল। এর অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল সন্ত্রাসবাদ ভারত বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদ সীমান্ত পারাপার, উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। এই বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন সন্ত্রাসবাদ শুধু শান্তি নিরাপত্তার জন্য নয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব সমাজের জন্য বড় হুমকি (প.আই.বি, অক্টোবর ১৬, ২০১৬) । ২. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাত নিয়ে আলোচনা হয়। যেমন ---মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতি, আফগানিস্তানের নিরাপত্তা সমস্যা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয় গুলি নিয়ে। ৩. বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। ৪. নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা এবং নবীকরন যোগ্য শক্তি প্রকল্পে ঋণ প্রদান। ৫. ২০১৪ সালে গঠিত হয়েছিল কনটিনজেন্ট রিজার্ভ অ্যারেঞ্জমেন্ট (সিআরএ)- এর কার্যকারিতা নিয়েও আলোচনা হয় সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ও আর্থিক সংকটের সময় জরুরি সহায়তা প্রদান করা। ৬. আই.এম.এফ (ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড) ও বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব ও ভোটাধিকার বাড়ানোর দাবি জানানো হয়। ৭. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউ.টি.ও) ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়। ৮. সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন বাস্তবায়নের সহযোগিতা বৃদ্ধি। ৯. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা বৃদ্ধি। ১০. ব্রিকস রেটিং এজেন্সি গঠনের প্রস্তাব আলোচনা হয়। ১১. ব্রিকস-বিমস্টেক আউটরিচ সামিট বৈঠকে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের বিমস্টেক সদস্য দেশগুলিকে যুক্ত করা হয়। ১২. জনগণের মতে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। ৩-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে নবম ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চীনের শিয়ামেন শহরে। তবে রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক হয় ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে। এই সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল -- ব্রিকস স্ট্রংগার পার্টনারশিপ ফর এ ব্রাইটার ফিউচার। অর্থাৎ, ভবিষ্যতের জন্য শক্তিশালী অংশীদারিত্ব। সম্মেলনে ব্রাজিল, রাশিয়, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতারা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে শেষে শিয়ামেন ঘোষণা গৃহীত হয়। ২০১৭ সালের ব্রিকস প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল--- ১. ব্রিকস এর অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা। এই সম্মেলনে ব্রিকস ইকোনমিক পার্টনারশিপ স্ট্র্যাটেজি (ব্রিকস অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কৌশল) বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ২. ২০১৭ সালের সম্মেলনে ব্রিকস ই-কমার্স ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়।

এছাড়া ব্রিকস ই-পোর্ট নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়েও অগ্রগতি হয়। ৩. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার ৪. ২০১৭ সালের শিয়ামেন ঘোষণায় নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও কনটিনজেন্ট রিজার্ভ অ্যারেঞ্জমেন্ট-কে ব্রিকস সহযোগিতার গুরুত্ব পূর্ণ সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ৫. সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়। ৬. ২০১৭ সালে শিয়ামেন সম্মেলনের অন্যতম উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ব্রিকস প্লাস ধারণার প্রসার। ৭. টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে ও আলোচনা হয় ৮. ব্রিকস-এর সহযোগিতা শুধু অর্থনীতি বা কূটনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সম্পর্ক বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়। ৯. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা হয়।

২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চলে আসা পাঁচটি শীর্ষ সম্মেলনকে যদি আমরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি। তাহলে দেখা যায় এই সময়ে ব্রিকস ধীরে ধীরে একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা গোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

কূটনৈতিক ও উন্নয়নমূলক সহযোগিতার মঞ্চে পরিণত হয়। একদিকে যেমন সদস্য দেশ গুলির মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাণিজ্য ইত্যাদি প্রসার গুরুত্ব পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা এবং বহুমেরু বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন সামনে এসেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 19-09-2026 22:10 Page 5

অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন ইসলামপুরের ৯ নম্বর ওয়ার্ড, নিকাশি নালার অভাবে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ইসলামপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সামান্য বৃষ্টিতেই তৈরি হচ্ছে তীব্র জলজট। নিকাশি ব্যবস্থার দৈন্যদশার কারণে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে ইসমাইলচক, নয়াবস্তি ও পালপাড়া সহ সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পরিকল্পিত নিকাশি নালা না থাকায় জমা জল সরতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে।জলজটের পাশাপাশি একাধিক জায়গায় আবর্জনার স্তূপ জমে থাকায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। জমা জল ও পচা দুর্গন্ধযুক্ত ময়লার কারণে পথচারী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী; সবাইকেই যাতায়াতে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, নিকাশি নালার এই বেহাল দশা ও দুর্ভোগের কথা জানিয়ে একাধিকবার

ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তবে আশ্বাস মিললেও আজও সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি।পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে কারণ অসুস্থতার কারণে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অনুপস্থিত। ফলে ওয়ার্ডের দৈনন্দিন কাজ ও নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের দেখভাল কে করবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। জমা জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নিকাশি ব্যবস্থার জরুরি সংস্কার এবং নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য পৌরসভার কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী এলাকাবাসী।

ভাদু ভাসানে মেতে উঠল পুরুলিয়ার দুয়াসিনি, নদী ঘাটে অগণিত মানুষের ঢল

নয়া জামানা, পুরুলিয়াঃ নিয়ম-রীতি মেনে বিশ্বকর্মা পূজার পরের দিন পুরুলিয়ার মানবাজার-১ নং ব্লকের দুয়াসিনি কংসাবতী নদী ঘাটে সম্পন্ন হলো ঐতিহ্যবাহী ভাদু ভাসান। শনিবার এই উপলক্ষে দুয়াসিনি ব্রিজের দু'পাশে বসেছিল জমজমাট মেলা। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে মহিলারা মাথায় করে ভাদু প্রতিমা নিয়ে আসেন এবং ভাদু গানের মাধ্যমে তা নদীতে বিসর্জন দেন।পুরুলিয়ার এই অনন্য লোকউৎসবকে ঘিরে একাধিক লোককথা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনি অনুযায়ী, পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিং দেওয়ের কন্যা ভাদুর বিয়ের রাতে ডাকাতদের হামলায় বরযাত্রীসহ হবু স্বামী নিহত হন। শোকে ব্যাকুল ভাদু

সতী হলে রাজা এই উৎসবের সূচনা করেন। অন্যমতে, ভদ্রাবতী ছিলেন হেতমপুরের রাজার কন্যা।পুরুলিয়ায় পুরো ভাদ্র মাস জুড়ে মেয়েরা ভাদুর আরাধনা করেন। প্রতিদিন একটি করে ফুল নিবেদনের পর সংক্রান্তির সাত দিন আগে প্রতিমা ঘরে আনা হয়। সংক্রান্তির আগের রাতে চলে 'ভাদু জাগরণ', যেখানে মহিলারা সারারাত জেগে গান গেয়ে মিষ্টি মুখ করেন। অবশেষে বিসর্জনের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে এই লোকউৎসবের।

রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূল-কংগ্রেস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, প্রবীণ নেতা সহ জখম অন্তত ১৫

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের গিরিয়া এলাকা। শুক্রবার রাতে তৃণমূল ও কংগ্রেসের সমর্থকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পুরো গ্রাম। দফায় দফায় ইটবৃষ্টি, লাঠি ও বাঁশ নিয়ে দু'পক্ষের হামলার ঘটনায় রক্তাক্ত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। আহতদের উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।আক্রান্তদের তালিকায় রয়েছেন জেলা পরিষদীয় তৃণমূল দলনেতা প্রবীণ রাজনীতিক বজলুল রহমানও।

অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে সপরিবারে তাণ্ডব চালায় এবং ভাঙচুর চালায়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কংগ্রেস সমর্থিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস। তাঁদের পালটা দাবি, বজলুল রহমানের ছেলে ও ভাইপো দলবল নিয়ে প্রথমে কংগ্রেস কর্মীদের ওপর হামলা চালায়, যার জেরেই এই গোলমালের সূত্রপাত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছায়।

বর্তমানে পুরো এলাকা জুড়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন রয়েছে সশস্ত্র পুলিশ।

সাইবার প্রতারণার ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা উদ্ধার, জেলা পুলিশের উদ্যোগে স্বস্তিতে ভুক্তভোগীরা

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, পতিরামঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তৎপরতায় সাইবার প্রতারণার শিকার হওয়া চার ব্যক্তি ফিরে পেলেন তাঁদের খোয়ানো টাকা।

দীর্ঘ চেষ্টার পর প্রতারিতদের উদ্ধার হওয়া মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার চেক শনিবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন জেলা পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা। বালুরঘাটে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।সারা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও ইদানীং সাইবার অপরাধীদের ফাঁদে পড়ে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন বহু মানুষ।

তেমনই বালুরঘাট, কুশমন্ডি-সহ জেলার চারটি অঞ্চলের চার ব্যক্তি কিছুদিন আগে প্রতারণার শিকার হয়ে বিপুল অর্থ হারান। ঘটনার তদন্তে নেমে সাইবার সেলের সহায়তায় সেই টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় জেলা পুলিশ। শনিবার বালুরঘাটে ডেকে তাঁদের হাতে টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

খোয়ানো অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

অভিযোগের পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই, তৃণমূল ত্যাগী সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে মুক্তি দিল লোকপাল

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি ও সরকারি প্রকল্পে বেআইনি হস্তান্তরের মতো একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ থেকে বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে মুক্ত করল লোকপাল। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া অরূপের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পিটিআই সূত্রের খবর, ৪৫টিরও বেশি নথি পরীক্ষা এবং ছয়জন সাক্ষীর বয়ান নেওয়ার পর সিবিআই জানায়, অভিযোগের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।অভিযোগ ছিল, ভাই আশিস চক্রবর্তীর সহায়তায় ২০১৬ সাল থেকে একটি ঝিল থেকে প্রতি মাসে ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ এবং স্থানীয় মৎস্য প্রকল্পে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তবে ১০ সেপ্টেম্বর লোকপাল চেয়ারম্যান বিচারপতি এএম খানউইলকরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে মামলাটির নিষ্পত্তি ঘটায়।

লোকপাল স্পষ্ট জানায়, যে সময়কালের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন অরূপ বিধায়ক ছিলেন;

ফলে বিষয়টির বিচার লোকপালের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে অরূপ একে 'বিদ্বেষমূলক ও ভিত্তিহীন চক্রান্ত' বলে বর্ণনা করেছেন।একই সাথে, তামিলনাড়ুর চেন্নাই উত্তর কেন্দ্রের ডিএমকে সাংসদ কালানিধি বীরস্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা প্রতারণা ও ভয় দেখানোর সমস্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ খারিজ করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেছে লোকপাল।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 19-09-2026 22:10 Page 6

আলিপুরদুয়ারে উদ্ধার ৩ টনের বেশি বেআইনি চকলেট বোম, চালক গ্রেপ্তার

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ার পুলিশ। শনিবার শহরের বিএফ রোড এলাকায় একটি নাকা তল্লাশি অভিযান চালায় যৌথ বাহিনীর একটি বিশেষ দল। সেখানে সন্দেহভাজন একটি ছয় চাকার ট্রাককে আটক করে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় পুলিশের। গাড়িটি থেকে থরে থরে সাজানো বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ চকলেট বোম উদ্ধার হয়।তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে ৭৭টি বস্তা এবং ৯৩টি কার্টনে ভরা মোট ২৩,২৯৬টি নিষিদ্ধ চকলেট বোম। উদ্ধার হওয়া বাজেয়াপ্ত বাজির আনুমানিক ওজন প্রায় ৩ টন। বাজির স্বপক্ষে চালক কোনো বৈধ কাগজপত্র ও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেখাতে না পারায় তাকে তৎক্ষণাৎ আটক ও পরে গ্রেফতার করা হয়। গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।আসন্ন উৎসবের মরসুমে এই বিশাল পরিমাণ বেআইনি নিষিদ্ধ বাজি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং শহরের কোথায় তা পাচার বা সরবরাহের ছক ছিল, তা জানতে ধৃত ট্রাকচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।

রামশাইয়ে নিষিদ্ধ কীটনাশক ‘মনোসিল’ প্রয়োগ, চা পাতা কেনায় ৩ মাসের নিষেধাজ্ঞা

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাকাল মোড় এলাকায় অম্বুজ সরকার নামে এক ব্যক্তির ৮ বিঘা চা বাগানে টি বোর্ড দ্বারা নিষিদ্ধ বিষাক্ত কীটনাশক ‘মনোসিল’ প্রয়োগের অভিযোগ উঠল। স্প্রে করার সময় স্থানীয় বাসিন্দা ও ক্ষুদ্র চা চাষিরা বিষয়টি হাতেনাতে ধরে ফেলে তীব্র প্রতিবাদ জানান। অভিযুক্ত প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে ভুলবশত ওষুধটি প্রয়োগের কথা স্বীকার করেন।ঘটনার পর স্থানীয় মানুষ, ক্ষুদ্র চা চাষি ও রামশাই অঞ্চল চা পাতা ব্যবসায়ী সমিতি জরুরি বৈঠকে বসে। সমিতির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামী ৩ মাস ওই ব্যক্তির বাগান থেকে কোনো পাইকার বা ফ্যাক্টরি চা পাতা কিনবে না। যাদবপুর টি, সিটিসি ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ও সমিতি জানায়, সামান্য অতিরিক্ত মুনাফার লোভে নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবহার পুরো চা শিল্পকে সংকটে ফেলবে। তাই এই বেআইনি কাজ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতির সম্পাদক বিজয় গোপাল চক্রবর্তী এবং চা চাষী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি শৈলেন রায় জানান, নিষিদ্ধ কীটনাশক রোধে সচেতনতা প্রচারে জোর দেওয়া হবে। সূত্রে খবর, এই ঘটনায় কৃষি দপ্তর থেকে একজন কীটনাশক ব্যবসায়ীকেও শোকজ করা হয়েে

কংগ্রেস প্রার্থী গ্রেফতারের প্রতিবাদে ময়নাগুড়ি থানায় বিক্ষোভ

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতারের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ২০০৭ সালের একটি পুরনো
মামলায় শুক্রবার চণ্ডীপুর থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও অন্যায়ভাবে এই গ্রেফতার করা হয়েছে;এই অভিযোগে রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার ময়নাগুড়ি থানাতেও সরব হয় জাতীয় কংগ্রেস।ময়নাগুড়ি থানা প্রাঙ্গণে কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা জমায়েত হয়ে পুলিশের ভূমিকার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং অবিলম্বে মিলন প্রধানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দেন ময়নাগুড়ি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জীবেশ হোড়, মহিলা কংগ্রেস নেত্রী শক্তি চক্রবর্তী এবং ব্লক কংগ্রেস নেতা বিপুল চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য কর্মী ও সমর্থকেরা। আন্দোলনকারীরা জানান, রাজনৈতিকভাবে নিচু নজরের এই দমনপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই রাজ্যজুড়ে জারি থাকবে।

গড়বেতায় ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বাম-বিজেপি দ্বন্দ্বে বাড়ছে উত্তেজনা

নয়া জামানা ঃ শুক্রবারের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা। পরপর দুদিন বাম ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর এবং পাল্টা অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৈরি হয়েছে ব্যাপক উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তবে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভের অভিযোগ উঠেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে গড়বেতার খড়কুশমা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। বিজেপির অভিযোগ, রাত প্রায় ৮টা নাগাদ দলীয় কার্যালয়ে বসে থাকা কর্মীদের উপর আচমকাই লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। ঘটনায় প্রায় আটজন বিজেপি কর্মী-সমর্থক আহত হন বলে দাবি বিজেপির। আহতদের উদ্ধার করে গড়বেতা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপির পক্ষ থেকে হামলার জন্য সিপিআইএমকে দায়ী করা হলেও, বাম নেতৃত্বের তরফে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। বামেদের দাবি, বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় একের পর এক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।এর মধ্যেই শনিবার গড়বেতার মাইতা এলাকায় ফের উত্তেজনা ছড়ায়। বামেদের অভিযোগ, প্রথমে তাদের পার্টি দফতরে ভাঙচুর চালানো হয়। এরপর সিপিআইএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক সামেদ গায়েনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর এবং লুটপাট চালানোর অভিযোগ ওঠে। দীর্ঘ সময় ধরে একদল যুবকের বাইক নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা ও তাণ্ডব চালানোরও অভিযোগ করেছেন বাম কর্মীরা।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এলাকায় পৌঁছলে বাম কর্মী-সমর্থকরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বলে অভিযোগ। তাঁদের বক্তব্য, পরপর রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় দ্রুত ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া না হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে।

থাইল্যান্ডের রাজবাড়ির আদলে মণ্ডপ, কাঁথির দৌলতপুরে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির জুনপুট কোস্টাল থানা এলাকার দৌলতপুরে।এবছর ১৯তম বর্ষে পদার্পণ করছে দৌলতপুর যুগান্তর সংঘের দুর্গোৎসব। আর এই পুজোকে ঘিরে দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে থাইল্যান্ডের রাজবাড়ির আদলে নির্মিত থিম মণ্ডপ।পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে শুরু হয়েছে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ। বিদেশি স্থাপত্যশৈলীর আদলে রাজকীয় সাজে মণ্ডপটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। থাইল্যান্ডের রাজবাড়ির নান্দনিক স্থাপত্য ও কারুকার্যকে তুলে ধরার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সামনে এক অভিনব শিল্পভাবনা উপস্থাপন করতে চাইছেন পুজো উদ্যোক্তারা।এবছর মণ্ডপের থিম ভাবনায় রয়েছেন আশীষ সেন। মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন মারিশদার পুতুল আর্টের শিল্পী অজয় দাস। পুতুল আর্টের শিল্পকর্মের ছোঁয়ায় মণ্ডপটি দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী পুজো কমিটির সদস্যরা।১৯তম বর্ষের এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি আলোকসজ্জা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক আয়োজন নিয়েও চলছে প্রস্তুতি। পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো এবং সুষ্ঠুভাবে উৎসব পরিচালনার পরিকল্পনাও রয়েছে উদ্যোক্তাদের।সব মিলিয়ে, থাইল্যান্ডের রাজবাড়ির আদলে নির্মিত হতে চলা এই থিম মণ্ডপকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এখন দর্শনার্থীদের অপেক্ষা, কবে সম্পূর্ণ রূপে সেজে উঠবে দৌলতপুর যুগান্তর সংঘের ১৯তম বর্ষের দুর্গোৎসবের রাজকীয় মণ্ডপ।

ডিলিট ভোট নিয়ে অনিশ্চয়তা, সামশেরগঞ্জে পথে নেমে প্রতিবাদ এসডিপিআইয়ের

সামশেরগঞ্জ ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগ; ডিলিট ভোট ইস্যুতে এবার পথে নামল
এসডিপিআই। শুক্রবার তিনপাকুড়িয়া পঞ্চায়েতের হাউসনগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় স্যার-এর প্রতিবাদে আয়োজিত হয় এসডিপিআই-এর প্রতিবাদী পথসভা।
আর সেই সভা থেকেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন দলের নেতৃত্ব।এসডিপিআই - এর অভিযোগ, এস আই আর-এর প্রক্রিয়াকে ঘিরে বহু সাধারণ মানুষের ভোটার তালিকায় নাম নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কারও নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ, আবার অনেকেই নিজেদের নাম নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন। ফলে ডিলিট ভোট নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 19-09-2026 22:10 Page 7

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার জরুরি ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের পক্ষে মহাসচিব

নয়া জামানাঃ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। অথচ তাঁদেরই হাতে ভেটো ক্ষমতা থাকায় ১৫ সদস্যের পরিষদ বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংকটে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। এদিন নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদরদপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেইরেস। তাঁর বক্তব্য, নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান অচলাবস্থার অন্যতম কারণ ভেটো-ক্ষমতাধর দেশগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ।গুতেইরেস বলেন, আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রসংঘের সনদ অমান্য করেও শক্তিধর দেশগুলি অনেক ক্ষেত্রে দায়মুক্তি পাচ্ছে। এর ফলে ছোট-বড় বহু দেশের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে,

ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারে। এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রবণতা বাড়াচ্ছে বলেও তিনি সতর্ক করেন।মহাসচিবের মতে, বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোর সামঞ্জস্য নেই। তাই দ্রুত সংস্কার এবং ক্ষমতার পুনর্বণ্টন প্রয়োজন।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলি একবিংশ

শতাব্দীর বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করতে পারে।ব্রিকসের মতো উদীয়মান অর্থনৈতিক জোটের প্রসঙ্গ তুলে গুতেইরেস বলেন, বিশ্ব ক্রমশ বহুকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যও বদলাচ্ছে। উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতিগুলির গুরুত্ব বাড়লেও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তার যথাযথ প্রতিফলন এখনও নেই। তাই রাষ্ট্রসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার প্রয়োজন।চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর গুতেইরেসের দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। প্রায় এক দশকের অভিজ্ঞতার কথা তুলে তিনি জানান, বিশ্বে শান্তি, উন্নয়ন ও মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর বহুপাক্ষিক সহযোগিতা অপরিহার্য। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৮১তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের বিতর্ক শুরু হবে। তার আগে গুতেইরেসের এই মন্তব্যে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবি ফের আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে। তিনি আরও বলেন,

বর্তমান বৈশ্বিক বিভাজন সংঘাত নিরসনে বাধা তৈরি করছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রসংঘকে আরও কার্যকর ও প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলাই আগামী দিনের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। তা এখনই প্রয়োজন।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে তিন পদ এবিভিপির, খাতা খুলতে পারল না এনএসইউআই

নয়া জামানাঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে চারটি কেন্দ্রীয় পদের মধ্যে তিনটিতে জয় পেল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন এবিভিপির যশ দাবাস। সম্পাদক পদে রিয়া ছাওড়ি এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে লক্ষয় রাজ সিং জয়ী হয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে জয় পেয়েছেন নির্দল প্রার্থী দীপাংশু শোকিন। ফলে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই চারটি কেন্দ্রীয় পদের একটিতেও জয় পেল না।শনিবার সকাল ৮টা থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসের বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস স্টেডিয়ামের মাল্টিপারপস হলে ভোটগণনা শুরু হয়। গণনার শেষ পর্যায়ে সভাপতি পদে যশ দাবাস ২৪,৫৭৬ ভোট পান। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এনএসইউআইয়ের বিজয় শঙ্কর মিনা পান ২২,৫২৩ ভোট। সহ-সভাপতি পদে দীপাংশু শোকিনের প্রাপ্ত ভোট ৩০,৬৩৪।ভোটগণনার বিভিন্ন পর্যায়ে সভাপতি পদে দুপক্ষের প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান বারবার বদলেছে। এক পর্যায়ে এনএসইউআই প্রার্থী এগিয়ে গেলেও পরে ফের ব্যবধান ঘুরে যায়।ফল ঘোষণার পর যশ দাবাস বলেন, এই জয় সম্প্রীতি, দেশপ্রেম এবং সঙ্ঘের ঐক্যবদ্ধ শক্তির। তাঁর বক্তব্যে এনএসইউআইয়ের ফল নিয়েও কটাক্ষ ছিল। অন্যদিকে, ভোটগণনায় কারচুপি ও পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছে এনএসইউআই।সংগঠনের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবিভিপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে গণনাকে প্রভাবিত করেছে। তবে এই অভিযোগের স্বাধীন প্রমাণ সম্পর্কে প্রতিবেদনে নিশ্চিত তথ্য মেলেনি।এবারের ডিইউএসইউ নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪০.৪৬ শতাংশ, যা গত তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত বছর ভোটের হার ছিল ৩৯.৫ শতাংশ। ১৮ সেপ্টেম্বর ৫২টি ভোটকেন্দ্রে দুদফায় ভোটগ্রহণ হয়। এবারের নির্বাচনে এবিভিপি, এনএসইউআই, এআইএসএ -এসএফআই জোট-সহ বিভিন্ন সংগঠনের মোট ২০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গণনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে এই ফল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সভাপতি পদে ঘনিষ্ঠ লড়াই এবং সহ-সভাপতি পদে নির্দল প্রার্থীর জয় এবারের নির্বাচনের অন্যতম উল্লেখ যোগ্য দিক। ভোটের আগে ছাত্রাবাস, ক্যাম্পাস পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তার মতো বিষয় প্রচারে গুরুত্ব পেয়েছিল।নির্বাচনের আবহে দিল্লিতে ছাত্রাবাস ভেঙে মৃত্যুর ঘটনা এবং এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে জনপরিসরে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে এই ঘটনাগুলির সঙ্গে নির্বাচনের ফলাফলের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা নিয়ে কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সামনে আসেনি। তাই ফল বিশ্লেষণে পৃথক ঘটনাগুলিকে আলাদা প্রেক্ষাপট হিসেবেই দেখা প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট তথ্য থেকে বোঝা যায়।

গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তায় স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার, চুক্তির দাবি ট্রাম্পের

নয়া জামানা ঃ গ্রিনল্যান্ড নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনের মধ্যেই নতুন চুক্তির ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প দাবি করেন, আমেরিকা, ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে, যার ফলে গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আমেরিকার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে এই চুক্তির অর্থ গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব আমেরিকার হাতে চলে যাওয়া নয়। ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের সার্বভৌমত্ব এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।ট্রাম্পের দাবি, চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার অনুমতি ছাড়া কোনও মার্কিন প্রতিপক্ষ গ্রিনল্যান্ডে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন,

সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখা কিংবা সংবেদনশীল বিনিয়োগ করতে পারবে না। পাশাপাশি দ্বীপটিতে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। চুক্তির পূর্ণাঙ্গ পাঠ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ফাঁকে চুক্তিতে স্বাক্ষর হওয়ার কথা এবং তার পর ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে ট্রাম্পের আগ্রহ অবশ্য নতুন নয়। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই আর্কটিক ভূখণ্ডের উপর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন বলে তিনি একাধিকবার দাবি করেছেন। গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর পাশাপাশি গোল্ডেন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়েছে।নতুন চুক্তিকে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড আর্কটিক অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদারের পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন জানিয়েছেন, চুক্তিটি একই সঙ্গে রাজ্যের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং গ্রিনল্যান্ডবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

ছয় মাসে এক লক্ষ যুবক-যুবতীকে নিয়োগপত্র, ঘোষণা যোগীর

নয়া জামানা,লখনউ ঃ উত্তরপ্রদেশে আগামী ছয় মাসের মধ্যে আরও এক লক্ষ যুবক-যুবতীকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার গোরখপুরে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে তাঁর সরকারের আমলে সরকারি চাকরি পাওয়া যুবকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষে পৌঁছবে।নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবি তুলে যোগী বলেন, তাঁর সরকারের আমলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই মেধা ও সংরক্ষণ নীতি মেনে নিয়োগ করা হচ্ছে। সরকারি নিয়োগ বোর্ড ও কমিশনগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের উপরও জোর দেন তিনি। তাঁর দাবি, বর্তমান ব্যবস্থায় কোনও দলীয় রাজনীতির প্রভাব না থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত এগোচ্ছে।

এর পরেই ২০১৭ সালের আগের সরকারের নিয়োগ ব্যবস্থা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, সেই সময় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অনিয়মের কারণে বহু যুবকের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নিয়োগ পরীক্ষার পর দীর্ঘদিন ফল প্রকাশ না হওয়া এবং পরে আদালতের হস্তক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও আগের সরকারগুলিকে নিশানা করেন যোগী। তাঁর অভিযোগ, ২০১৭ সালের আগে উত্তরপ্রদেশে নিয়মিত দাঙ্গা ও দীর্ঘস্থায়ী কারফিউয়ের পরিস্থিতি তৈরি হত। তাঁর দাবি, সেই সময়কার নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণেই রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পিছিয়ে পড়েছিল।

বর্তমান সরকারের আমলে নিয়োগে স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়ানোর আশ্বাসও দেন তিনি।

মানের কনভয়ের সামনে ডিম-টমেটো হাতে বিট্টু, আটক বিজেপি সাংসদ

নয়া জামানাঃ পাঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। শুক্রবার বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টুর কনভয়ে ডিম ও টমেটো ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের কর্মসূচির সামনে ডিম, টমেটো ও মদের বোতল হাতে প্রতিবাদে নামলেন বিট্টু। পরে তাঁকে আটক করে পাঞ্জাব পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।শনিবার লুধিয়ানার পাঞ্জাব এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে কিষান মেলা-য় যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের। তার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের কাছে উপস্থিত হন বিট্টু। তাঁর হাতে ছিল ডিম, টমেটো এবং মদের বোতল। শুক্রবার নিজের কনভয়ে ডিম ও টমেটো ছোড়ার অভিযোগের প্রতিবাদেই এই প্রতীকী কর্মসূচি বলে জানান বিজেপি নেতা।বিট্টুর দাবি, গতকাল আমার কনভয়ে ডিম ও টমেটো ছোড়া হয়েছিল। আজ আমি সেগুলিই ফিরিয়ে দিতে এসেছি। তাঁর আরও অভিযোগ, বিজেপির নশা মুক্ত পাঞ্জাব যাত্রা-য় বাধা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের দিকে ডিম-টমেটো ছোড়ার চেষ্টার অভিযোগেই তাঁকে আটক করা হয়েছে। তবে বিট্টুর বক্তব্য, তিনি গণতান্ত্রিক অধিকারেই প্রতিবাদ করেছেন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 19-09-2026 22:10 Page 8

১০ জনের রুদ্ধশ্বাস জয়

৮ বছর পর কলকাতা লিগ মোহনবাগানের

নয়া জামানা ঃ কলকাতা লিগে সাম্প্রতিক অতীতে এমন নাটক শেষ কবে হয়েছিল, তা খুব একটা মনে রাখতে পারছেন না কেউ। ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে মাঠে নেমেছিল পাঁচ দল। তিন প্রধানের সঙ্গে যে দৌড়ে প্রবলভাবে ছিল ভবানীপুর এবং ইউনাইটেড স্পোর্টসও। তবে সকলের নজর ছিল বারাসত স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-মহামেডান ম্যাচের দিকে। কারণ এই ম্যাচের উপর নির্ভর করছিল যাবতীয় হিসাব-নিকাশ। লাল কার্ড, পেনাল্টি, পালটা গোল , কী না ছিল এই ম্যাচে! তবে পিছিয়ে পড়েও শেষ হাসি হাসল ১০ জন হয়ে যাওয়া মোহনবাগান। মহামেডানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ৮ বছর পর কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হল সবুজ-মেরুন।শুরু থেকেই গোলের জন্য মরিয়া ছিলেন বাস্তব রায়ের ছেলেরা। একের পর এক আক্রমণ। সুযোগও এল বারবার। কিন্তু কিছুতেই যেন ধরা দিচ্ছিল না গোল। ৭ মিনিটেই গোলের সুযোগ এসেছিল সাহালের সামনে। তবে মহামেডানের গোলরক্ষক বিপদ সামলে দেন। দু'মিনিট পর ফের সুযোগ। কিয়ান নাসিরি বল নিয়ে আক্রমণাত্মক থার্ডে উঠে সুন্দর ক্রস বাড়ান। বল পেয়ে শট নেন সাহাল। কিন্তু তাতে জোর ছিল না। সুযোগ নষ্ট হয়। ১৬ মিনিটে আবারও সাহাল। বাঁ-দিক থেকে আসা ক্রসে শুধু পা ছোঁয়ালেই গোল হয়ে যেত। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা! ১৯ মিনিটে প্রেসিং ফুটবল করে উপরে ওঠার চেষ্টা করে মহামেডান। ২৬ মিনিটে শেষ পর্যন্ত ডেডলক ভাঙে সবুজ-মেরুন। লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের মাপা ক্রস। দুরন্ত হেডে গোল সাহালের।তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে ম্যাচের ছবি বদলে যায়। ৪২ মিনিটে পালটা আক্রমণ থেকে সমতা ফেরায় মহামেডান। থাংখিমাকে আটকাতে মোহনবাগানের একাধিক ডিফেন্ডার এগিয়ে আসেন। সেই সুযোগে ডান দিকে থাকা লালরেমসাঙ্গাকে বল বাড়িয়ে দেন থাংখিমা। পিছন থেকে দৌড়ে এলেও ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। ডান পায়ের জোরালো শটে দীপ্রভাতকে পরাস্ত করেন লালরেমসাঙ্গা। ১-১ স্কোর লাইনে বিরতিতে যায় দুই দল।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দীপক টাংরিকে তুলে অভিষেক সিংকে নামান মোহনবাগান কোচ। ৫৪ মিনিটে ফের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ মোহনবাগানের। ডান দিক থেকে আসা ক্রসে কিয়ান নাসিরির সহজেই তাঁর হেড গোলে রাখতে পারতেন।। কিন্তু তিনি বল অন্য দিকে পাঠিয়ে দেন। ৫৯ মিনিটে লালরেমসাঙ্গা বল নিয়ে মোহনবাগানের বক্সে ঢুকে পড়েন। দীপ্রভাতকে ড্রিবল করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁকে ফেলে দেন বাগান গোলরক্ষক। পেনাল্টি দিতে ভুল করেননি রেফারি। সঙ্গে দীপ্রভাতকে দেখান সরাসরি লাল কার্ড। গোলদুর্গ সামলাতে নামেন জাহিদ।

৬৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মহামেডানকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মহিতোষ রায়। ম্যাচ তখন মহামেডানের দিকে হেলে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হাল ছাড়েনি ১০ জনের মোহনবাগান। ৭০ মিনিটে সাহালের গোলে সমতায় ফেরে মোহনবাগান। আর তিন মিনিট পরেই উলটে যায় ম্যাচের রং। ৭৩ মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোলে ৩-২ করে মোহনবাগান। একের পর এক নাটক পেরিয়ে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে মরশুমের প্রথম ট্রফি এল মোহনবাগানে। মোহনবাগান জেতায় এদিন লিগের বাকি ম্যাচের ফলাফলের দিকে চোখ রাখার কোনও প্রয়োজন পড়ল না। প্রসঙ্গত, কোল ইন্ডিয়াকে ৭ গোলে হারিয়েও লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া হল না ইস্টবেঙ্গলের। অন্যদিকে, ভবানীপুর-ইউনাইটেড স্পোর্টস ম্যাচ শেষ হল গোলশূন্য অবস্থায়।

আগরকরের উত্তরসূরি খুঁজছে বোর্ড, দৌড়ে পার্থিব

নয়া জামানা ঃ অজিত আগরকরের বিদায় কি সময়ের অপেক্ষা? ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচককে নিয়ে নতুন করে চুক্তিতে যেতে চাইছে না বিসিসিআই। আগামী মাসেই তাঁর বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। ফলে আগরকর দায়িত্ব ছাড়লে তাঁর জায়গায় কে আসবেন, তা নিয়ে ক্রিকেটমহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।এদিন আরব সাগরের তীরে অনুষ্ঠিত হয় বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। সেখানেই বোর্ডের পদাধিকারীদের নির্বাচক বাছাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে পরবর্তী প্রধান নির্বাচক নিয়োগের সিদ্ধান্ত এখন সচিব দেবজিৎ সইকিয়া-সহ বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের হাতেই।রোহিত শর্মাকে অবসরের জন্য চাপ দেওয়ার ঘটনায় আগরকরের ভূমিকা নিয়ে বোর্ড সচিবের অসন্তোষ প্রকাশের পর থেকেই তাঁর সঙ্গে নতুন চুক্তি না হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। যদিও আগরকরের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বোর্ডের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি।বর্তমানে জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে রয়েছেন পার্থিব প্যাটেল, শিবসুন্দর দাস, আরপি সিং, প্রজ্ঞান ওঝা এবং অজয় রাতরা। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা পার্থিবের; ২৫টি টেস্ট। শিবসুন্দর দাস খেলেছেন ২১টি। গুজরাতের ক্রিকেটের সঙ্গে পার্থিবের দীর্ঘ সম্পর্ক থাকায় পরবর্তী প্রধান নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে তাঁর নামই সবচেয়ে বেশি আলোচিত।এদিনের এজিএমে আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে অরুণ ধুমালের নাম অনুমোদিত হয়। ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়নি। কাউন্সিলে খাইরুল জামাল মজুমদারও রয়েছেন।২০২৮ সালে বিসিসিআইয়ের শতবর্ষ পূর্তি। সেই উপলক্ষে ২০২৭ সালের ডিসেম্বর থেকেই উদ্‌যাপন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শতবর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে একাধিক বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের। ২০২৭ সালের আইপিএলও জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজনের ভাবনা রয়েছে। এদিনের এজিএমে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি।বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের ফলে নির্বাচক কমিটির ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়েও নজর থাকছে। নতুন প্রধান নির্বাচকের সামনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ এবং আইসিসির প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে দল নির্বাচন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বড় দায়িত্ব থাকবে। ফলে আগরকরের উত্তরসূরি হিসেবে কাকে বেছে নেওয়া হয়, তা আগামী কয়েক সপ্তাহে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

৬৩-তে বিশ্বজয়, কিরগিজস্তানে সোনা জিতলেন সোদপুরের অনুপম

নয়া জামানা ঃ ৬৩ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুর পিয়ারলেস নগরের বাসিন্দা অনুপম ধর চৌধুরী। কিরগিজস্তানে আয়োজিত ১৩তম আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ মাস্টার-থ্রি (৬০ বছরের উর্ধ্বে) বিভাগের ৮৫ কেজি শ্রেণিতে বেঞ্চ প্রেস ও স্ট্রেন্থ লিফটিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি।গত ৮ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর কিরগিজস্তানে বসেছিল এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসর। ভারত, কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল-সহ মোট ১৫টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। ভারতীয় দল থেকে খেলোয়াড়, ট্রেনার ও সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে মোট ৪৪ জন অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে বাংলা থেকে ছিলেন ছ'জন প্রতিযোগী এবং দু'জন ট্রেনার।অনুপমের এই সাফল্য অবশ্য হঠাৎ আসেনি। ১৯৭৯ সাল থেকেই বডি বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত তিনি। ১৯৮১ সালে মিস্টার ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতাতেও অংশ নেন। পরবর্তী সময়ে পেশাদার স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেসে মনোনিবেশ করেন। তাঁর কথায়, জাতীয় স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি দাদা তাঁকে এই ক্ষেত্রে আসতে উৎসাহিত করেন। এখনও পর্যন্ত প্রায় সব প্রতিযোগিতাতেই সোনা পেয়েছেন তিনি। শুধু ঝাড়খণ্ডের একটি প্রতিযোগিতায় বেঞ্চ প্রেসে রুপো এবং স্ট্রেন্থ লিফটিংয়ে সোনা জিতেছিলেন।অনুপমের ট্রেনার তথা প্রোগ্রেসিভ পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি অনির্বাণ নন্দী জানান, গত ২বছর ধরে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অনুপম। শেষ ছমাস তাঁদের তত্ত্বাবধানে কঠোর প্রশিক্ষণ নেন তিনি। ওজন বাড়ানো-কমানো-সহ নানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিয়মিত অনুশীলন করেছেন। তাঁর সাফল্য জুনিয়রদের কাছেও শিক্ষণীয় বলে মনে করেন অনির্বাণ।অনুপমের মতে, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং নিয়মিত অনুশীলন, শৃঙ্খলা এবং প্রশিক্ষকদের পরামর্শ মেনেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই জয় তাঁর দীর্ঘ ক্রীড়া জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি সোদপুরের ক্রীড়ামহলও। দেশের হয়ে আরও আন্তর্জাতিক সাফল্যের স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

জাপানকে উড়িয়ে এশিয়ান গেমসের সেমিতে ভারত

নয়া জামানা ঃ প্রত্যাশা ছিলই। সেই প্রত্যাশা পূরণ করেই এশিয়ান গেমসে মহিলা ক্রিকেটে দুরন্ত জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ভারত। জাপানকে একতরফাভাবে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল হরমনপ্রীত কৌরের দল। শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রেখে মাত্র ৫ ওভারেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ভারত।টসে জিতে প্রথমে জাপানকে ব্যাট করতে পাঠান ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত।

শুরুতে দুই ওপেনার হারুনা ইওয়াসাকি (১০) ও আয়াকা ক্যাটো-স্ট্যাফোর্ড (২৫) কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও প্রথম উইকেট পড়ার পরই ভেঙে পড়ে জাপানের ব্যাটিং। ৭ ওভারে ২৪ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর দ্রুত একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে তারা। অধিনায়ক মাই ইয়ানাগিডা প্রথম বলেই আউট হন। এরপর জাপানের আর কোনও ব্যাটারই ছয়ের গণ্ডি পেরোতে পারেননি।শেষ পর্যন্ত ১৯.৫ ওভারে মাত্র ৫৭ রানে অলআউট হয়ে যায় জাপান। ভারতের হয়ে বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন স্পিনার শ্রী চরণী। ৪ ওভারে ২ মেডেন-সহ মাত্র ১০ রান দিয়ে চারটি উইকেট নেন তিনি।জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন শেফালি ভার্মা। মাত্র ১৫ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ছটি চার ও দুটি ছয়। গুণলন কমলিনী ২ বলে শূন্য রানে আউট হলেও ভারতকে জয়ের পথে এগিয়ে দেন শেফালি। ভারতী ফুলমালি করেন ৭ বলে ৬ রান। শেষ পর্যন্ত রিচা ঘোষ ৬ বলে ১২ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচ শেষ করেন। মাত্র ৫ ওভারে ৫৯ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে ভারত।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।